Secularism VS Islam

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বনাম ইসলাম

সংকলন -আবদুল্লাহ্

https://islameralo.wordpress.com

মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়াতালা বলেন,
মু'মিনদের কথা তো কেবল এ-ই যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে: ***"আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"*** আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা নূর ২৪ : আয়াত - ৫১)
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আর ভয় করে আল্লাহ্কে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে, এরূপ লোকেরাই সফলকাম। (সূরা নূর ২৪ : আয়াত - ৫২)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বনাম ইসলাম

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

বর্তমানে যেসব মতবাদ বা দর্শন পৃথিবীতে অধিক পরিচিত তার মধ্যে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অন্যতম। ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যেসব ফন্দি-ফিকির করছে তার ফসল হল সেক্যুলারিজম। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যেমনি লিপ্ত রয়েছে ঠিক তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক তথা স্নায়ু যুদ্ধেও লিপ্ত। মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদা/বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে তারা নানা দর্শন পেশ করছে। যার সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ত থাকার প্রশ্নই উঠে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি মতবাদ যা অমুসলিমদের সৃষ্ট হলেও অনেক মুসলিম দেশে তার সক্রিয় চর্চা রয়েছে। অনেক সাধারণ মুসলমান এ মতবাদ কি তা জানে না বলে এ মতবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তাই সংক্ষেপে এ মতবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল, ইংরেজী Secularism -এর বাংলা অনুবাদ। ফরাসি ভাষায় বলা হয় Secularite যার মূল শব্দ হল Secular। এর অর্থ "Oxford Advanced Learner's Dictionary" তে লিখা হয়েছে, "not concerned with spiritual or religious affairs; Secularism: the belief that laws, education, etc should be based on facts, science etc rather than religion".

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা Encyclopedia America তে এভাবে উল্লেখ আছে, An ethical system-founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism. "সেক্যুলারিজম এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা সর্বপ্রকার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বা অতিপ্রাকৃতিক কোন ধারণা হতে মুক্ত।" এভাবে পাশ্চাত্যের লেখকের লিখা অভিধান ও অনেক বইতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় রচিত 'আলমাওসুয়াতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল মুয়াসেরা' গ্রন্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে, ***"ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল দ্বীন বিবর্জিত জীবন ধারা প্রতিষ্ঠার আহবান।"*** আল্লামা মান্না খালিল কাত্তান লিখেন, ***"সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণের নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।"*** বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে নিরপেক্ষ শব্দ বিদ্যমান। অর্থাৎ যার কোন পক্ষ নাই' তাকেই নিরপেক্ষ বলা হয়। যদি এ নিরপেক্ষ শব্দটির পূর্বে ধর্ম যুক্ত হয় তাহলে অর্থ হয়, যার কোন ধর্ম নাই'। তাই এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ***"ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই হচ্ছে ধর্মহীনতা।"***

অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সেক্যুলারিজম -এর ব্যাখ্যায় বলেন, religion is the private relation between man and God. তাদের এ ব্যাখ্যা সেক্যুলারিজমের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে একটু ভিন্ন হলেও এর মাধ্যমে ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করে সমাজ/রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়। অথচ ইসলাম বলে একজন মানুষকে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান অনুসরণ করে চলতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনে বলেন, ***"আপনি বলে দিন : যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"*** (সূরা আলে ইমরান ৩ : আয়াত-৩১)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ***"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি"*** (সূরা নিসা ৪ : আয়াত-৮০)। এছাড়া আল্লাহ্ আরও বলেন, ***"আর যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ (জাহিলিয়াত/বিভ্রান্তির পথ) অনুসরণ করবে অবশ্যই আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল"*** (সূরা নিসা ৪ : আয়াত-১১৫)।
আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ তার সমগ্র জীবনে আল্লাহ্র বিধানের যেমন অনুসরণ করবে তেমনি তা বাস্তবায়নও করবে। মানুষ আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান/কিতাব (সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) শুধু আক্ষরিক তেলাওয়াত করবে কিংবা কিতাবে বর্ণিত বিধানাবলি শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই অনুসরণ করবে তার জন্য আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেননি। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল্-কুরআন নাযিল করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে

তেমনি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনেও তাঁর অনুসরণ ও (আল্লাহ্‌র বিধান/আইন) বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ্‌ কুরআন নাযিল করেছেন যেন কুরআনের ভিত্তিতেই যাবতীয় বিচার-ফায়সালা ও শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আল্লাহ্‌ এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, ***"নিশ্চয়ই আমি আপনার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে শাসন/বিচার মীমাংসা করেন সে অনুসারে যা আল্লাহ্‌ আপনাকে জানিয়েছেন। আর আপনি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না"*** (সূরা নিসা ৪: আয়াত-১০৫)। কুরআনকে যারা এ কাজে ব্যবহার করতে চায় না তারা প্রকৃতপক্ষে এ মহান কাজের খেয়ানত করছে। সমাজ/রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের মন মত কোন কিছু করার এখতিয়ার আল্লাহ্‌ কাউকে প্রদান করেননি। আল্লাহ্‌ বলেন, ***"... সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে শাসন/বিচার-ফয়সালা করুন আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে মানুষের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। ..."*** (সূরা মায়িদা ৫: আয়াত- ৪৮, ৪৯)। কাজেই আয়াতগুলি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, সমাজ/রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মধ্যে শাসন ও বিচার-ফয়সালা পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী করতে হবে। আর মানুষের মধ্যে শাসন/বিচার-ফয়সালা করতে গিয়ে মানুষের খেয়াল-খুশির/মানুষের তৈরি নিজস্ব মতবাদ/বিধি-বিধানের অনুসরণ করা কোনভাবেই আল্লাহ্‌ বৈধতা দেননি।

আল্লাহ্‌ কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, ***"আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য/বিচার-ফায়সালা পরিচালনা করে না তারা কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী), জালিম, ফাসেক"*** (সূরা মায়িদা ৫: আয়াত- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনের কথা বললেও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার কারণেই ইসলামের সাথে তাদের চরম বিরোধ।

সেক্যুলারিজমের এ ভাবধারা অনেক পুরাতন হলেও এটি মতবাদ হিসেবে মধ্যযুগের শেষ দিকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে এর উন্মেষ ঘটে। ইউরোপে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায় তখন খ্রিষ্টান পাদ্রিদের মনগড়া বিধান/আইনের সাথে বিজ্ঞানীদের টক্কর লাগে। সে সময় পাদ্রিরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ধর্মকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে। আর বিজ্ঞানীরা যুক্তি দিয়ে পাদ্রিদের মনগড়া কথার খন্ডন করতে থাকে। ফলে গির্জার পাদ্রিরা ক্ষিপ্ত হয়। এ কারণে গ্যালিলিওর মত নামকরা বিজ্ঞানীদেরকে চরম দন্ড ভোগ করতে হয়। ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পাদ্রিরা ধর্মের নামে তাদের অপকর্ম ঢাকবার চেষ্টা করার কারণে এক পর্যায়ে ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত **'গির্জা বনাম পাদ্রি'** বিরোধ চলে। অতঃপর মার্টিন লুথার আপোস প্রচেষ্টা চালান। তার আপোস প্রস্তাবের মূল কথা ছিল, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থাকবে পাদ্রিদের হাতে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রে ধর্ম বা পাদ্রিদের কোন ভূমিকা থাকবে না। রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তবে তারা চার্চে শপথ নিবেন। কিন্তু চার্চ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন কর্তৃত্ব করবে না। এভাবেই রাষ্ট্র থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার ক্ষেত্রে মূলত ভূমিকা পালন করে নাস্তিকতাবাদী শক্তিগুলো। তারা এ আন্দোলনের শুরুতে ঈশ্বর/আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলো, সাধারণ মানুষ তাদের নাস্তিকতাবাদী দর্শনকে গ্রহন করছে না, সেই সময় তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে বলে, "ধর্মের সাথে আমাদের কোন লড়াই নেই। আমাদের লড়াই হলো চার্চের/গির্জার অনাচারের বিরুদ্ধে।" আর চার্চের/গির্জার অনাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল।

ইসলামের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংঘাত কখনও সৃষ্টি হয়নি। কারণ ইসলাম ইল্‌ম/জ্ঞান চর্চাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আর খ্রিষ্টান পাদ্রিরা যেভাবে চার্চকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে, ইসলাম তা সমর্থন করে না। ইসলাম কোন প্রকারের জুলুম বা অন্যায় সমর্থন করে না। অন্যায় কে করছে ইসলামের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কি অন্যায় করছে তার আলোকে ইসলাম শাস্তির বিধান কার্যকর করে। তাই ইসলামে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের মত ধর্মের অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। আফসোসের বিষয়, তারপরও মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা আজও প্রচারিত হচ্ছে। আর তা যারা প্রচার করছে তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মুসলিমও রয়েছে। যারা হয়তো ইসলাম সম্পর্কে জানে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আসল রূপ তাদের জানা নেই। এই না জানার কারণেই তারা আজ বিভ্রান্ত। অথবা তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ভ্রান্ত দর্শন প্রচার করছে। অথচ ইসলাম এ দর্শনকে আদৌ স্বীকার করে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জীবনের বিভাজনে বিশ্বাসী আর জীবনের এককেন্দ্রিয়তায় বিশ্বাসী। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনের পৃথক অস্তিত্ব নেই। ইসলাম মনে করে বৈষয়িক জীবনও ধর্মের আলোকে পরিচালিত হতে হবে। কারণ আল্লাহ্‌ আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন তা **দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের** জন্যই দিয়েছেন। **আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আদম (আঃ) কে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন তখন তিনি সাথে সাথে এ বার্তাও দিয়ে দেন-** ***Allaah said, "Go down from it, all of you. And when guidance (Last Final Guidance Quran & Sunnah) comes to you from Me, whoever follows My guidance – there will be no fear concerning them, nor will they grieve. And those who disbelieve and deny***

Our signs – those will be companions of the Fire; they will abide therein eternally.” **(Surah al Baqarah 2 : Ayat-38, 39).** **আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা কাজেই তিনিই সবচাইতে ভাল জানেন মানুষের কিসে কল্যাণ সাধিত হবে আর কিসে অকল্যাণ সাধিত হবে।** আমাদেরকে আখিরাতের কল্যাণ পেতে হলে দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ্‌র বিধান মতই পরিচালনা করতে হবে। আর দুনিয়ার জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে আল্লাহ্‌র বিধান নেই। কারণ আল্লাহ্ যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন তা হল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। এ কথা আল্লাহ্ কুরআনে নিজেই ঘোষণা করেছেন, ***“... আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। ...”*** (সূরা মায়িদা ৫ : আয়াত-৩)।

আর আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সকল বাতিল দ্বীন/বাতিল জীবন ব্যবস্থা/বাতিল মতাদর্শের উপর এ দ্বীন ইসলামকেই বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন, ***“আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য সকল বাতিল দ্বীন/বাতিল মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তা মুশরিকদের নিকট পছন্দনীয় নয়”*** (সূরা সাফ্ ৬১ : আয়াত-৯), (সূরা তওবা ৯ : আয়াত-৩৩)।

সেক্যুলারিজমের তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার হয় তাহলে কুরআনের অনেক বিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক নীতির কথা কুরআনে ইরশাদ করেছেন। যদি ধর্মকে শুধু ব্যক্তিজীবনে অনুসরণ করার কথা বলা হয় তাহলে কুরআনের সেসব আয়াতের অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যার ফলে কুরআনের আংশিক অনুসরণ হয়। অথচ আল্লাহ্ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ না করলে আখিরাতে শাস্তিদানের কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, ***“... তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস/প্রত্যাখ্যান করবে? তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন করে তাহলে এ দুনিয়ায় তাকে অপমানিত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে বে-খবর নন”*** (সূরা বাকারা ২ : আয়াত-৮৫)।

এভাবে আমরা যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘাত প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তাই প্রত্যেক মুসলিমদের উচিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মত বাতিল মতাদর্শকে পরিহার করা। মুসলিম হিসেবে আমাদের আরও যা মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেমন ইসলাম সমর্থন করে না তেমনি রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি যত মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র এর কোন কোন কিছুই ইসলাম সমর্থন করে না। বেশিরভাগ মুসলিমরাই ইসলাম না বুঝার কারণে এসব বাতিল মতাদর্শকে সমর্থন করছে এবং ইসলামকে বাদ দিয়ে এগুলিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলাম (সূরা আলে ইমরান ৩ : আয়াত- ১৯, ৮৩, ৮৫)। আর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, রাজতন্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে মানবরচিত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। কোন নবীই এসব তন্ত্র-মন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন না। এমনকি শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এইসব বাতিল দ্বীন বা মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন না। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোথাও এসবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদির প্রবক্তা হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্ল মার্কস, লেলিন, স্ট্যলিন, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর মানুষ যেহেতু আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি তাই আল্লাহ্ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যা উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলিই প্রমাণ। খিলাফতকে যারা তন্ত্র-মন্ত্রের সংগে তুলনা করেন তারা আসলে বুঝেই নাই ইসলাম কি?

আল্লাহ্ তাআলা ধর্মীয় দর্শন বা জীবন-দর্শনের মত আক্বীদাগত দর্শনের ত্রুটি পছন্দ করেন না। এ ত্রুটি যাদের কাছ থেকেই প্রকাশিত হবে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যেমন অন্য ধর্মাবলম্বীরা পার পাবে না এবং তাদের গলদ বিশ্বাসের কারণে আখিরাতে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর মৌখিক ঈমান এনেও কারো বিশ্বাসে গলদ থাকলে সে প্রকারান্তরে ঈমানদার হবে না। তাকে তাঁর গলদ বিশ্বাসের জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি কিংবা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে (বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী যেহেতু ইসলাম ধর্মের অনুসারী সেহেতু তারা ধর্ম বলতে যে ইসলামকেই বুঝাতে চাচ্ছেন এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়) বাতিল করা বা এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা/কায়েম করা যেখানে রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না। (সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জাতীয় সম্মেলন ৮ ডিসেম্বর, প্রকাশ- দৈনিক প্রথম আলো, তাং: ২০/১১/২০১২ ইং)

এসব কথা যেসব নামধারী মুসলিমরা বলছেন তাদের ভালভাবে চিন্তা করে কথা বলা উচিত। কারণ তাদের এ ধরনের কথাবার্তা দ্বারা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনব্যবস্থার প্রতি কুফরী করার নামান্তর। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা একমাত্র ইসলামকেই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত করেছেন। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে রিসালাতের যে দায়িত্ব দিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে সে রিসালাতকে অস্বীকার করলে কেউ আর মুসলিম থাকতে পারে না। রসূল (সাঃ) বলেন, ***"শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের মধ্য থেকে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে শোনে অতঃপর আমাকে যে শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"*** (সহীহ মুসলিম)।। রসূল (সাঃ) আরো বলেন, ***"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি তার অধীনতা স্বীকার করে নেবে।"*** (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।। আর ইসলামে যদি রাজনীতি নাই থাকবে তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন? কিভাবে তিনি সফল রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে সফলতা লাভ করলেন? তিনি যে একজন সফল রাষ্ট্র পরিচালক/সফল রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন তাই নয় তিনি একাধারে সফল সমর নায়ক এবং একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন।

৭১' -এর মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর যে ভূমিকা ছিল সেটা অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত। তাদের ঐ নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজের জন্য রাজনীতি থেকে ইসলামকে বাদ দেওয়া বা রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না এটা ইসলামের নীতির সাথে অত্যন্ত সাংঘর্ষিক কথা। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজের মাতৃভাষায় কুরআনকে অধ্যয়ন করা এবং সেই সাথে কুরআনের ব্যাখ্যা সহীহ হাদিসের কিতাবগুলো পড়া।

এখানে একটু বিশেষভাবে বলা দরকার আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন মক্কার বেশিরভাগ মানুষই তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করে এবং রসূল (সাঃ) কে পাগল, জাদুকর, উন্মাদ, গণক ইত্যাদি বলে গালাগাল দিচ্ছিল। বর্তমানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ইসলামকে ভালবাসে এবং ইসলামের বিধি-বিধান নিজ জীবনে মেনে চলার সাথে সাথে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে কিংবা এর দিকে মানুষকে আহবান জানাচ্ছে তখনই এক শ্রেণীর নামধারী মুসলিমরা জেনে-বুঝে কিংবা না জেনে/না বুঝে তাদেরকে জঙ্গি, তালেবান, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে অপমানিত করছে। এটা খুবই দুঃখজনক ও মুসলিম হিসেবে খুবই লজ্জার। আমরা সেসব মুসলিম ভাই-বোনদের বলব, আপনারা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দয়া করে ইসলাম নিয়ে ভালভাবে পড়াশোনা ও গবেষণা করুন। এতে করে দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই উপকৃত হবেন। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ***"অবশ্যই এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ। অতএব যে কেউ তা দেখবে (অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদিসগুলো পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে) সে তো নিজেরই উপকার করবে এবং যে না দেখে অন্ধ থাকবে সে তো নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমি তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক নই"*** (সূরা আন'আম ৬ : আয়াত-১০৪)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, ***"তবে কি তারা (মানুষ) কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা/গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো রয়েছে?"*** (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : আয়াত-২৪)।

এখানে শুধুমাত্র বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শেষ করছি। আল্লাহ্‌ তাআলা সূরা মায়িদাহ'র ৩৮ নং আয়াতে বলেন, **"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে, এ হল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দন্ড। আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা।"** এখন এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সহীহ হাদিসে বর্ণনায় কি ধরনের চুরি, কতটুকু চুরি, এবং কতটুকু হাত কাটতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কোন পুরুষ বা নারী চুরি করলে তার কৃতকর্মের সাজা হিসেবে হাত কেটে দিতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিধান/আইন। এখন কোন শাসক/বিচারক যদি আল্লাহ্‌র দেয়া এই বিধান বাতিল করে দেয় কিংবা এই আইনের পরিবর্তে ২/৩ মাসের জেল, জরিমানা করে অথবা চোরের গলায় জুতার মালা পড়িয়ে গ্রাম/শহর প্রদক্ষিন করায় তাহলে সে আল্লাহ্‌র দেয়া আইনকে পরিবর্তন/বাতিল করে দিয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। এবং আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের সাথে কুফরী করার সাথে সাথে চরম শিরক -এর মধ্যে নিজজ্জিত হল। আর কুফরী ও শিরক করার কারণে সে কাফের বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে গণ্য হলো। এইরকমভাবে আল্লাহ্‌ কুরআনে অনেক শাস্তির বিধান বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ যদি বলে বর্তমান যুগে এই আইন অকার্যকর বা এই আইন প্রয়োগ করলে মানবাধিকার লংঘন হবে তাহলে সেও আর মুসলিম থাকবে না। কাজেই আমাদের উচিত সাবধান হওয়া এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করা। এখন কোন সত্যনিষ্ঠ মুসলিম যদি আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার কথা বলেন তাহলে তাকে জঙ্গী/তালেবান/মৌলবাদী/ধর্মান্ধ বলা কি ঠিক হবে? প্রিয় মুসলিম ভাই-বোন বিষয়গুলি নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করুন। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করেন। আমীন।।